দামুড়হুদায় বজ্রপাতে যুবকের মৃত্যু

দামুড়হুদার জয়রামপুরে মাঠে গরু চোরাতে গিয়ে বজ্রপাতে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।নিহত শাহার আলী (৪০) জয়রামপুর নওদা পাড়া গ্রামের মৃত নবীছদ্দীর ছেলে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টার দিকে জয়রামপুর নওদা পাড়া গ্রামের পুটিমারী খাল মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর নওদা পাড়া গ্রামের মৃত নবীছদ্দীনের ছেলে শাহার আলী পুটিমারী খাল মাঠে গরু চোরাতে যায়। এমন সময় বজ্রপাত হলে শাহার আলী আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কতব্যরত চিকিৎসক মেডিকেল অফিসার ডাঃ ফাহমিদা আক্তার রুনা পরিক্ষা নিরিক্ষা করে তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকতা ডাঃ হেলেনা আক্তার নিপা বলেন, বজ্রপাতে আহত শাহার আলী নামে একজনকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হয়েছিল। তবে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই তিনি মারা যান।

কুষ্টিয়ার মিরপুরে বজ্রপাতে কিশোরের মৃত্যু

কুষ্টিয়ার মিরপুরে ঘাস কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে কোহাজ্জেল হোসেন (১৫)নামের এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার বিকেলে মিরপুর উপজেলার মালিহাদ ইউনিয়নের ফুলবাড়ী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত কিশোর কোহাজ্জেল হোসেন মিরপুর উপজেলার মালিহাদ ইউনিয়নের ফুলবাড়ী গ্রামে গ্রামের রুহুল আমিনের ছেলে।

মালিহাদ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আকরাম হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, আজ শনিবার বিকেলের দিকে বাড়ির পাশের মাঠে ঘাস কাটতে যায় কোহাজ্জেল। এ সময় বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত হলে সে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। কোহাজ্জেল গত বছর এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তফা হাবিবুল্লাহ জানান, বজ্রপাতে একজনের মৃত্যুর খবর তিনি শুনেছেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

গাংনীর ধানখোলাতে বজ্রপাতে কৃষক আহত

গাংনী উপজেলার ধানখোলা গ্রামে বজ্রপাতে রেজাউল হক (৫০) নামের এক কৃষক আহত হয়েছেন। আহত রেজাউল ধানখোলা গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে।

আজ মঙ্গলবার দুপুর পৌনে ২ টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, দুপুরের দিকে আকাশ থেকে বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টির সময় রেজাউল গ্রামের একটি মাঠে ধান কেটে বাড়ি ফিরছিলেন। এসময় বিকট শব্দে তার নিকটে বজ্রপাত হয়। এসময় তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। মাঠের অন্যান্য কৃষকরা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন।

গাংনীতে বজ্রপাতে কৃষক নিহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রুয়েরকান্দি গ্রামে বজ্রপাতে জাব্বারুল ইসলাম (৪০) নামের এক কৃষক নিহত হয়েছেন।

নিহত জাব্বারুল ইসলাম গাংনী উপজেলার রুয়েরকান্দি গ্রামের আব্দাল হকের ছেলে।

আজ শনিবার (১২ আগষ্ট) বিকেল সাড়ে ৪ টার দিকে বাথানপাড়া মাঠে বজ্রপাতের এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, কৃষক জাব্বারুল ইসলাম বাথানপাড়া মাঠে ধান লাগিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির সাথে হঠাৎ বজ্রপাত ঘটলে সে আহত হয়। আহতাবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃতু ঘোষণা করেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক আশিকুজ্জামান জানান, হাসপাতালে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

হরিণাকুণ্ডতে বজ্রপাতে দুইটি গরুসহ এক কৃষকের মৃত্যু

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডতে বজ্রপাতে দুইটি গরুসহ একজন কৃষকের নিহতের ঘটনা ঘটেছে।

আজ বুধবার বিকাল ৩ টার দিকে উপজেলার পারদখলপুর গ্রামের গোয়ালবাড়ি মাঠে বজ্রপাতে এই ঘটনা ঘটে।

নিহত গোলাপ মুন্সী (৬০) একই গ্রামের মৃত ইলাহী মুন্সীর ছেলে। একই ঘটনায় পার্শ্ববর্তি পার্বতীপুর গ্রামের আল মামুন নামের অপর এক কৃষক গুরুতর আহত হয়ে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয়েছেন। বজ্রপাতে কৃষকের দুইটি গাভী গরুর মৃত্যু হয়েছে, যার আনুমানিক বাজার মুল্য দেড় লক্ষ টাকা।

স্থানীয়রা জানান, প্রতিদিনে ন্যাঢ নিহত গোলাপ মুন্সী দুপুরে

গ্রামের মাঠে গরুর ঘাষ খাওয়াতে যান, এসময় হঠাৎ বজ্রপাতের ফলে দুইটি গ্রভিগরুসহ তার মৃত্যু হয়।

হরিণাকুণ্ডর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবু আজিফ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন হঠাৎ বজ্রপাতের ফলে ওই কৃষক এবং দুটি গাভি গরুর মৃত্যু হয়েছে। এব্যাপারে থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে বলেও তিনি জানান।

মুজিবনগরে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

মেহেরপুরের মুজিবনগর দারিয়াপুর মাঠে শাহাবুদ্দিন (৪০) নামের এক কৃষক বজ্রপাতে নিহত হয়েছেন।
আজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টার দিকে বিদ্যাধরপুর বাউন দা মাঠে এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। নিহত শাহাবুদ্দিন বিদ্যাধরপুরের মৃত আলিমুদ্দিনের ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, শাহাবুদ্দিন ঘটনার সময় নিজ জমিতে কাজ করছিলেন। এসময় হঠাৎ কালবৈশাখি ঝড় ও ব্রজপাতের ঘটনা ঘটে। বজ্রপাতে শাহাবুদ্দিন ঘটনাস্থলে মারা যায়।

মেহেরপুর বজ্রপাতে কৃষক নিহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়াতে বজ্রপাতে লিটন আহম্মেদ (৩২) নিহত ও সুজন হোসেন (২৮) নামের এক কৃষক আহত হয়েছেন।

নিহত লিটন আহম্মেদ কুলবাড়িয়া গ্রামের শফিউল ইসলামের ছেলে ও আহত সুজন একই গ্রামের জাহিরুল ইসলামের ছেলে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৩ অক্টোবর) বিকাল সাড়ে তিনটার সময় কুলবাড়িয়া গ্রামের বেইলির মাঠ নামক স্থানে মাঠে শসা তুলতে গিয়ে বজ্রপাতে

নিহত হন তিনি।

নিহত লিটনের ভাই আনিছুর রহমান বলেন, আমার ভাই লিটন ও সুজন বেইলির মাঠে শসা তুলছিলেন। হঠাৎ বৃষ্টিপাত শুরু হয়। তারা এসময় একটি গাছের নিচে বসে ছিলেন। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির সাথে হঠাৎ বজ্রপাত ঘটলে দুজনেই মারাত্বক আহত হন। তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে নিলে লিটন আহম্মেদকে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

হরিনাকুন্ডুতে বজ্রপাতে গৃহবধূর মৃত্যু

হরিনাকুন্ডুতে বজ্রপাতে মধুমালা (৪০) নামে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। এই সময় তার সাথে থাকা দুইটা ছাগলও মারা যান।

বুধবার দুপুর ১২ টার দিকে উপজেলার জোড়াদাহ ইউনিয়নের হরিশপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মধুমালা ওই গ্রামের মকছেদ আলীর স্ত্রী। তিনি দুই সন্তানের জননী।

স্হানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃষ্টি দেখে বাড়ির পেছনে বাঁশবাগানে বেধে রাখা ছাগল আনতে যান তিনি। ছাগল নিয়ে ফেরার পথে বজ্রপাতের শিকার হন।

হরিনাকুন্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

হরিণাকুণ্ডুতে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে বজ্রপাতে বাবুল মন্ডল (৩৮) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে বারোটার দিকে উপজেলার নারায়নকান্দি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। তিনি ওই গ্রামের ইছাহক মন্ডলের ছেলে।

নিহতের স্বজনরা জানান, ঘটনার সময় তিনি মাঠে নিজ ধানক্ষেতের পরিচর্যা করছিলেন। সে সময় প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়। এক পর্যায়ে তিনি বজ্রপাতে আহত হন। এ সময় তার পুরো শরীর আগুনে পুড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মাঠের ধানক্ষেতেই তার মৃত্যু হয়।

হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি সাইফুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, এ বিষয়ে নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা করা হয়েছে।

মেহেরপুরে বজ্রপাতে ২ কৃষক নিহত, আহত এক গৃহবধু

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের পাঠান পাড়ার নামমাঠ নামক স্থানে কৃষি কাজ করার সময় বজ্রপাতে দুই কৃষক নিহত হয়েছেন।

আজ শুক্রবার দুপুর ২টার দিকে বজ্রপাতাতের এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন, শোলমারী গ্রামের পাঠান পাড়ার সামেদ খানের ছেলে শাহ আলম (২৫), দোয়াত আলীর ছেলে ছোট খোকন (৩০)।

স্থানীয়রা জানান, ঘটনার সময় শোলমারী গ্রামের নামমাঠ নামক স্থানে কৃষি কাজ করছিলেন ছোট খোকন ও শাহ আলম। এসময় হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলে সাথে সাথে বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। এতে ছোট খোকন ও শাহ আলম বজ্রোঘাতে ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরে খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন মরদেহ উদ্ধার করে।

অপরদিকে, গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়িয়াতে বজ্রপাতের ঘটনায় বেদানা খাতুন নামের এক গৃহবধু আহত হয়েছেন। তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহত বেদানা একই গ্রামের ওয়াহাবের স্ত্রী।